প্রবন্ধন পাঠ

বাংলাভাষার ফরিয়াদ! -মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ

আমি এক মযলূম ভাষা, আমি বাংলাভাষা! আমার বুকে লুকিয়ে আছে অনেক ব্যাথা, অনেক যন্ত্রণা। বুকের ভিতরে আর কত দিন লুকিয়ে রাখবো বুকের বেদনা! নীরবে আর কতকাল সয়ে যাবো এ জ্বালা-যন্ত্রণা! কোন দিন কি আমি খুঁজে পাবো না একজন দরদী বন্ধু, যে শোনবে আমার ব্যথা ও যন্ত্রণার কথা, আমাকে দেবে একটু শান্তি ও সান্ত্বনা ।

ভাষা হলো ভালোবাসার মাধ্যম, ভাষা হলো চিন্তা ও চেতনার বাহন। আমার স্বপ্ন ছিলো, আমি হবো তোমাদের মুখের ও কলমের ভাষা। আমার পঁঞ্চাশটি বর্ণ দ্বারা তোমরা লিখবে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ভালোবাসার কথা; সেই ভালোবাসায় সিক্ত হবে তাদের হৃদয় যারা বাংলাভাষায় কথা বলে। আমার স্বপ্ন ছিলো, আমি হবো সত্যের, কল্যাণের এবং ন্যায়ের বাহন। আমার মাধ্যমে এ দেশে এ সমাজে তোমরা সত্যের চিন্তা প্রচার করবে, কল্যাণের ভাবনা ছড়িয়ে দেবে এবং ন্যায় চেতনার বিস্তার ঘটাবে। আমি হবো পৃথিবীর সুখী ও সমৃদ্ধশালী এক ভাষা, যেমন ইরানের ফারসি এবং হিন্দুস্তানের উর্দূভাষা।

আমার কি যোগ্যতার অভাব ছিলো? ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যের কমতি ছিলো? ভূষণে অলঙ্কারে ও ধ্বনি-মাধুর্যে আমি তো ছিলাম অনন্য! তবু আমি পেলাম না তোমাদের যত্ন-ভালোবাসা! আদর পরিচর্যা! আমার বাগানে কি ফুল ছিলো না! আমার ফুলে কি সুবাস ছিলো না! তবু তোমরা আমার কাছে এলে না, ফুল তুলে মালা গাঁথলে না!

আমি এক মযলূম ভাষা, আমি বাংলাভাষা! আমার বুকে এখন শুধু হতাশা! আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম, পরম সমাদরে তোমরা আমাকে গ্রহণ করবে এবং ন্যায় ও সত্যের পথে আমাকে ব্যবহার করবে। তোমরা যখন বাতিলের বিরুদ্ধে লড়বে, তোমাদের কলম থেকে আমি আগুন হয়ে ঝরবো। কিন্তু তোমরা আমাকে গ্রহণ করলে না, বরং তুলে দিলে ইসলামের যারা শত্রু তাদের নাপাক হাতে। ওরা আমাকে বানালো নগ্নতা ও অশ্লীলতার বাহন এবং ভ্রান্তি ও গোমরাহির অন্ধকার ছড়ানোর মাধ্যম। মুখে ও কলমে ওরা আমার বুকে বিষ ছড়ালো। বিষে বিষে আমি হলাম জর্জরিত এবং আমার দ্বারা সমাজ হলো বিষাক্ত।

আমি এক মযলূম ভাষা, আমি বাংলাভাষা! আমার সর্বাঙ্গে এখন পঁচন-ধরা ঘা। বিষের জ্বালায় আমি এখন শুধু ছটফট করি আর আর্তনাদ করি। বিশ্বাস ছিলো একদিন তোমাদের কানে পৌঁছবে আমার আর্তনাদ। ফিরে আসবে তোমাদের চেতনা ও গায়রাত। বিলম্বে হলেও তোমরা এগিয়ে আসবে বাতিলের থাবা থেকে আমাকে উদ্ধার করতে। কিন্তু তোমরা এলে না, তোমরা জাগলে না। আমি লাঞ্ছিত হলাম; একদল পশুর হাতে আমি ধর্ষিত হলাম ।

ফল কী হলো আমার প্রতি অবহেলা ও অবজ্ঞার! দেশ ও সমাজের কাছে তোমরাও হলে অবহেলা ও অবজ্ঞার পাত্র! এমনই হয়, মায়ের ভাষাকে যারা অবজ্ঞা করে দেশ ও সমাজের কাছে তারা নিজেরাই হয়ে পড়ে অবজ্ঞার পাত্র ।

আর কতকাল থাকবে অচেতন গাফলতের ঘুমে? একদিন তো দাঁড়াতে হবে আল্লাহর সামনে। সেদিন আমি ফরিয়াদ জানাবো, আল্লাহর কাছে। সেদিন আমি নালিশ দায়ের করবো তোমাদের নামে, হে আল্লাহ, তুমি তো কওমের মাঝে রাসূল পাঠিয়েছো তাঁর মুখে তাঁর কওমের ভাষা দিয়ে, যেন তিনি তাদের সামনে প্রচার করতে পারেন হকের দাওয়াত এবং সত্যের বাণী। কিন্তু এরা আমাকে পরিত্যাগ করেছিলো হে আল্লাহ! ফলে তোমার দুশমনদের হাতে আমার ইজ্জত-আবরু হয়েছে লুণ্ঠিত! আমি হয়েছি জাহেলিয়াতের বাহন । হে আল্লাহ, আমি বিচার চাই, আমি ইনসাফ চাই!

তখন কী কৈফিয়ত পেশ করবে তোমরা আল্লাহর কাছে? কী জবাব আছে তোমাদের কাছে আমার নালিশের? এখনো সময় আছে। ওঠো, জাগো। আমার বর্ণমালাকে গ্রহণ করো, আমার শব্দমালাকে বরণ করো। অন্যায় ও বাতিলের কবল থেকে আমাকে উদ্ধার করো। ন্যায় ও সত্যের বাহনরূপে আমাকে ব্যবহার করো। তাদের হাতে আছে 'কলমের দড়ি' তোমরা হাতে নাও 'কলমের লাঠি। দেখবে বাতিলের সব জাদু-কারসাজি হয়ে যাবে নাস্তানাবুদ। মিথ্যার অন্ধকার বিদূরিত হবে এবং সত্যের আলোতে সমাজ আলোকিত হবে। দীনের চূড়ান্ত বিজয় হবে এবং তোমাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে দেশে, সমাজে এবং মানুষের হৃদয়ে। তোমরা আমাকে উদ্ধার করো এবং প্রতিষ্ঠিত করো আমার প্রাপ্য মর্যাদায় ; আমি তোমাদের সমাসীন করবো সমাজের নেতৃত্বের আসনে। যদি না করো তাহলে দুনিয়াতে পাবে শুধু যিল্লতি ও লাঞ্ছনা আর আখিরাতে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে আসামীর কাঠগড়ায়।

জীবনের লক্ষ্য

শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে আমি হবো একজন ধীমান ও বিদগ্ধ গবেষক। রচনা ও সাংবাদিকতার অঙ্গনে একজন শক্তিশালী লেখক ও সাংবাদিক। যুদ্ধের ময়দানে একজন বীর ও বিচক্ষণ সেনাপতি। রাজনীতি ও সমাজ সংস্কারের প্রাঙ্গণে একজন প্রাজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ ও সংস্কারক। সেবার ক্ষেত্রে জনদরদী সেবক। ইহসান ও তাযকিয়ার মহলে অন্তরালোকসম্পন্ন মুসলিহ ও মুযাক্কি। ইনাবত ইলাল্লাহর ক্ষেত্রে সবিনয় দুআকারী আর খওফে ইলাহীর তাড়নায় প্রকম্পিত এক বান্দা।

যুগের সালাহউদ্দীন - শাহ ইফতেখার তারিক

টুপি মাথায় দিলেই প্রমাণিত হয় না যে, মাথার ভেতর ইসলাম আছে। শরীর ইসলামী পোশাকে আবৃত করলেই নিশ্চিত হওয়া যায় না যে, হৃদয়জুড়ে ইসলাম আছে। মাদরাসায় পড়লে বা পড়ালেই এটা চোখ বুজে ভাবার কারণ নেই যে, ঈমানটা পোক্ত আছে। দীর্ঘ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পথভ্রষ্টতায় মানসিক দাসত্বের যে শৃঙ্খলে আমরা বন্দী হয়েছি তা থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ নয়। বস্তুবাদী চেতনা এবং অন্ধ দলপ্রীতির সামনে আমাদের পুঁতিসর্বস্ব ঈমানী চেতনা বড় অসহায়। আমরা হয়তো দেখতে-শুনতে ঈমানদারের মতো কিন্তু আমাদের হৃদয়, আমাদের মস্তিষ্ক আজও দাসত্বের মাঝেই নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা খোঁজে। সংখ্যালঘুতাকে আমাদের বড্ড ভয়। পরিবর্তনের সূচনা হয় এক থেকে। সংখ্যাধিক্যের পথভ্রষ্টতাকে চ্যালেঞ্জ করে এক এর সম্মুখপানে এগিয়ে চলার সংগ্রামের ঝঞ্ঝামুখরতা আমাদের সন্ত্রস্ত করে। তাইতো ছড়া-প্রীতি দিয়ে তরী-প্রেম ঠেকাতে চাই। বিষ্ঠা গায়ে মেখে মূত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাই। ওয়ারিশসূত্রে পাওয়া এ মায়াজাল কাটাই কী করে! মনের গহীনের পুষে রাখা গোপন এ প্রেম ভুলি কী করে! তবে দাস-দাসীসুলভ আমাদের মনোজগত পরিবর্তনে যারা নিজেদের ন্যস্ত করেছেন তাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটলে চলবে না। আমাদের কথায়-কাজে প্রকাশিত হীনতা, শঠতা ও ঈর্ষাপরায়ণতায় ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হলে চলবে না। আজ না হোক কাল, কাল না হোক পরশু এসব ক্ষয়ে যাওয়া মেরুদন্ডওয়ালা দাস-দাসীদের মধ্য থেকেই মাথা উঁচু করে দৃপ্ত পায়ে হেঁটে বেরিয়ে আসবে যুগের সালাহউদ্দীন। উন্নত কল্যাণ রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপনের প্রত্যয়ে যারা নেমে এসেছেন উত্তাল ময়দানে, যারা পাল্টে দিতে চান সময়ের ধারাপাত তাদের জন্য দুআ ও শুভকামনা অন্তহীন। নাসরুম মিনাল্লাহি ওয়াফাতহুন করীব, ওবাশশিরিল মুমিনীন।

(আমি .....মাওলানা.....রচিত..... প্রবন্ধটি পাঠ করছি।

তালেবে ইলমের আত্মপরিচয় -মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ

আমি এক তালেবে ইলম। আমার জিন্দেগী কুরবান হবে ইলমের জন্যে, শুধুই ইলমের জন্যে। আমার লক্ষ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি, শুধুই আল্লাহর সন্তুষ্টি। ইলমে নবী, আমলে নবী ও আখলাকে নবী অর্জন করাই হবে আমার সাধনা, সারা জীবনের সাধনা । খেজুর পাতার জীর্ণ চাটাইয়ে বসেও ময়ূর সিংহাসনের শাহানশাকে ছাড়িয়ে যাব চিন্তার উচ্চতায়, হৃদয়ের প্রশস্ততায় এবং ঈমান ও বিশ্বাসের দৃঢ়তায়। বর্তমানে তালেবে ইলমের মাঝে ইলম ও আমলের দূর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের সুউচ্চ চিন্তা- চেতনায় ভাটা পড়েছে। এ নাজুক পরিস্থিতিতে আমি যদি কল্পনার স্বর্গরাজ্যে বিচরণ করি কিংবা সাগর তীরের নিরব দর্শক সেজে দাঁড়িয়ে থাকি, তাহলে জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি এবং রাজনীতি ও শক্তির এ পৃথিবীতে কিছুতেই রিসালাতের দায়িত্ব পালনে যোগ্যতার সাক্ষর রাখতে সক্ষম হবো না। তাই আমার জন্যে প্রয়োজন জাগ্রত হৃদয়ের, সুদৃঢ় ঈমান ও ইয়াকিনের, উন্নত আখলাক ও চরিত্রের, ইলমী ও বুদ্ধিবৃত্তিক গভীরতা এবং নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা সাধনা ও মেহনত মুজাহাদার। আর এ মহাপবিত্র, দায়িত্ব ও কর্তব্য সুচারুরূপে পালন করতে আমার সীনায় রয়েছে ইলমে নবুওয়তের নূর, আমার বুকে রয়েছে সময়ের গতি বদলে দেয়ার মতো সাহস ও হিম্মত। আমার ধমনীতে রয়েছে অভিযাত্রীর অপরাজেয় আত্মবিশ্বাস, আমার ললাটে জ্বলজ্বল করছে সৌভাগ্যের তারকা। ইখলাস ও আত্মবিশ্বাস এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সুউচ্চ মনোবলের সঙ্গে আমি ইলমী সফর ও জ্ঞান সাধনার সুদীর্ঘ অভিযাত্রা শুরু করেছি। এ পৃথিবীতে সবার অবসর যাপনের সুযোগ রয়েছে, ছুটি ভোগ করার অধিকার আছে কিন্তু আমার নেই কোন ছুটি, প্রতিদিন আমার কর্মদিন, প্রতি মুহূর্ত আমার কর্মব্যস্ততার মুহূর্ত। দুনিয়ার যেকোন মুসাফির চাইতে পারে একটু আরাম, একটু বিশ্রাম কিন্তু জীবনের সদা চলমান কাফেলার আমি যে মুসাফির, আমার কপালে নেই কোন আরাম, আমাকে চলতে হবে অবিরাম।